সংবাদ

তারিখ 09 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীর নামে স্কুল!

অবিলম্বে স্কুলটির নাম পরিবর্তন করুন

স্বাধীনতার ৪৫ বছর পরও পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রীর নামে একটি স্কুল চলছে লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার রায়পুর-চাঁদপুর সড়কে পৌর শহরের কেরোয়া গ্রামে। তৎকালীন পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের নামেই নাম রাখা হয় এলএম পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের। গত বুধবার সংবাদ এ নিয়ে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ৩ একর ৮৬ শতাংশ জমি নিয়ে দেশটির প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের নামেই লিয়াকত মেমোরিয়াল হাইস্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই থেকে এখনও স্বাধীনতার ৪৫ বছর ধরে স্কুলটি বয়ে বেড়াচ্ছে এই পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক নেতার নাম। একাত্তরে স্বাধীনতা অর্জনের ৬ বছর পর ১৯৭৭ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সাবেক পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রীর নাম রেখেই স্কুলটিকে পাইলট বিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার জেলাপ্রতি একটি বিদ্যালয় মডেল হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই বিদ্যালয়টি ২০০৮ সালে মডেল বিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা করে।

স্বাধীন বাংলাদেশে তাও আবার ৪৫ বছর পরেও একজন পাকিস্তানির নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকবে, তা কাম্য হতে পারে না। প্রশ্ন হলো, এত বছর পরও বিদ্যালয়টির নাম কেন পরিবর্তন করা হলো না। এটা কি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পাকিস্তান প্রীতি নাকি অন্য কিছু? যে পাকিস্তান সত্যিকারার্থে বাংলাদেশের অস্তিত্ব আজ পর্যন্ত মেনে নিতে পারেনি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সার্বক্ষণিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, সন্ত্রাসী হামলায় লিপ্ত।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে যারা দোষী বিবেচিত হচ্ছে, তাদের সাজার বিরুদ্ধে পাকিস্তান নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে। সেই পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর নামে কোন বিদ্যালয়ের নাম থাকুক সেটা কোন দেশপ্রেমিক চাইতে পারে না। উপজেলা শিক্ষা অফিসার এ ব্যাপারে কী করছেন, সেটাই প্রশ্ন? আসল কাজটাই করছেন না। উপজেলা শিক্ষা অফিসারের উচিত ছিল এ বিদ্যালয়টির নাম আরও আগে পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেয়া। অবিলম্বে ওই স্কুলের নাম পাল্টাতে হবে। উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে এখনই উদ্যোগ নিয়ে স্কুলটির নাম পরিবর্তন করতে হবে। শত বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী স্কুলটির নাম একজন পাকিস্তানির নাম থেকে পরিবর্তন করে স্কুলটিকে কলঙ্কমুক্ত করা হোক।